



## 10001 - ইসলামে পরিবারের মর্যাদা

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইসলাম পরিবারের দিকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? পুরুষ, নারী ও শিশুদের ভূমিকাকে কভাবে দেখে?

### প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামে পরিবার গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানার আগে আসুন আমরা একটু জনে নহি ইসলাম পূর্ব যুগে পরিবার ব্যবস্থা কমন ছিল এবং আধুনিক পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থা কমন?

ইসলাম পূর্বযুগে পরিবার ব্যবস্থা অত্যাচার ও অবচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সখোনে সব অধিকার ছিল পুরুষদের। আরকেটু বশিদ্ধভাবে বললে: সব অধিকার ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের। স্ত্রী কথিবা ময়ে ছিল অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত। এর উদাহরণ হচ্ছে- যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে জীবিত রেখে মারা যতে তখন এ স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানরো এ নারীকে বয়ি করতে পারত এবং এ নারীর উপর কষমতা প্রয়োগ করতে পারত কথিবা এ নারীকে অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বাধা দতি পারত। শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরো উত্তরাধিকার সম্পত্তি পতে; নারী ও শিশুরা কোন অংশ পতে না। নারীর প্রতি দৃষ্টিভিঙ্গি ছিল দুর্নাম ও অবমাননাকর; সে নারী মা হোক, ময়ে হোক, কথিবা বোন হোক। কারণ নারীরা বন্দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। কোন নারী বন্দা হলে সেটো ছিল তার পরিবারের জন্য দুর্নাম ও অবমাননাকর। এ কারণে মানুষ তার দুগ্ধপোষ্য ময়ে শিশুকে জীবিত কবর দতি। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলনে: “তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানরে সুসংবাদ দয়ো হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দয়ো হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ববেও কিতাকে রেখে দবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফলেবে। সাবধান! তারা যা সদিধান্ত করে তা কত নকিষ্ট!”[সূরা নাহল, আয়াত: ৫৮]

বৃহৎ অর্থে পরিবার বলতে বুঝাত- গোটর; এ গোটর গড়ে উঠত একরে উপর অন্যে বজিয় লাভ করার মাধ্যমে; এমনকি সে বজিয় অন্যায়ভাবে হলেও। ইসলাম আগমন করার পর এসব অন্যায়কে মুছে দিয়ে ন্যায়রে ভিত্তি স্থাপন করে। প্রত্যেকেকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার অধিকার প্রদান করে। অকালপ্রসূত ভরণের অধিকারও নিশ্চিত করে; ভরণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও ভরণের জানায়ার নামায় আদায় করার মাধ্যমে।

বর্তমানে কেউ যদি পাশ্চাত্যের পরিবারগুলোর দিকে নজর দেয় তাহলে দেখবে পাবে পরিবারগুলোর অবস্থা নড়বড়ে ও নাজুক।



পতিমাতা সন্তানদরেককে নয়িন্ত্রণ করত পোরছে না। না চনিতার জগতে, আর না চারতিরকি ক্ষতেরে। ছলে: সযে যখনে ইচ্ছা সখনে যাবে, যা ইচ্ছা তাই করবে। অনুরূপ অবস্থা ময়েরে ক্ষতেরেও। স্বাধীনতা ও অধকারেরে নামে ময়ে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে আড়া দবে, যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে ঘুমাবে। ফলাফল কী? ফলাফল হচ্ছ- নড়বড়ে পরবার, বয়িে বহরিভূত শশিদরে জন্ম, (বয়স্ক) পতিমাতার সবোযত্মহীন জীবনযাপন। জনকৈ জ্ঞাণনী লোক বলছেন: যদি আপনি এ সমাজরে আসল চতির দেখতে চান তাহলে জলেখনায় গয়িে দেখুন, হাসপাতালে যান, কথিা ওল্ড হোমগুলো ভজিটি করুন। সন্তানরো তাদরে পতিমাতাকে উৎসব ও উপলক্ষ ছাড়া চনিে না।

দখো যাচ্ছ, অমুসলমিদরে কাছে পরবার প্রথা ভগ্নপ্রায়। ইসলাম আগমন করার পর পরবারেরে ভতি মজবুত করা, পরবারকে ক্ষতিকারক সবকছু থেকে হফোযত করা এবং পারবারকি বন্ধনকে মজবুত রাখার ওপর অতযন্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। এর সাথে পরবারেরে প্রত্যকে সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দয়িছে:

ইসলাম নারীকে মা হিসবে, ময়ে হিসবে, বোন হিসবে মর্যাদাবান করছে। মা হিসবে নারীকে মর্যাদাবান করছে। দললি হচ্ছ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণতি তনি বলনে: “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সদব্যবহার পাওয়ার বেশি অধকার কার? তনি বললনে: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তনি বললনে: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তনি বললনে: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তনি বললনে: তোমার পতির।”[সহহি বুখারী (৫৬২৬) ও সহহি মুসলমি (২৫৪৮)]

ইসলাম ময়ে হিসবেও নারীকে সম্মানতি করছে: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বরণতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যে ব্যক্তরি তনিজন ময়ে, কথিা তনিজন বোন কথিা দুইজন ময়ে বা দুইজন বোন রয়ছে, সযে যদি এদরে সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এদরে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে সযে জান্নাতে প্রবশে করবে।”[সহহি ইবনে হিব্বান (২/১৯০)]

ইসলাম স্ত্রী হিসবেও নারীকে সম্মানতি করছে: আয়শো (রাঃ) থেকে বরণতি তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদরে মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যযে তার পরবারেরে কাছে উত্তম। আমি আমার পরবারেরে কাছে উত্তম।”[সুনানে তরিমযি (৩৮৯৫), ইমাম তরিমযি হাদসিটকিে হাসান বলছেন]

ইসলাম নারীকে মরিছ ও অন্যান্য অধকার প্রদান করছে। ইসলাম অনকে বিষয়ে নারীকে পুরুষেরে সমান অধকার দয়িছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “নারীরা পুরুষদেরে মত (আখলাক ও প্রকৃতির ক্ষতেরে)।”[সুনানে আবু দাউদ (২৩৬) কর্তৃক আয়শো (রাঃ) এর হাদসি, আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (২১৬) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

ইসলাম নারীর ব্যাপারে ওসয়িত করছে, নারীকে স্বামী নরিবাচন করার স্বাধীনতা দয়িছে। সন্তান প্রতপালনেরে মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেরে বড় অংশ নারীর উপর অর্পন করছে।



ইসলাম পতিমাতার ওপর সন্তান লালনপালনের গুরু দায়িত্ব আরোপ করছেন:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসে করা হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজের লোক তার মালকিরে সম্পদে দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি আরও বলেন: আমি এ কথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনছি। [সহিহ বুখারী (৮৫৩) ও সহিহ মুসলিম (১৮২৯)]

ইসলাম পতি-মাতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তাদের সর্বোত্তম করা এবং মৃত্যু অবধি তাদের আনুগত্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আপনার রব আদেশে দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বারধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩]

ইসলাম পরিবারে ইজ্জত, সম্মান, পুত্রপবিত্রতা ও বংশ ধারা সুরক্ষা করেছে। ইসলাম ব্যয়ে করার প্রতি উৎসাহ জাগিয়েছে। কিন্তু, নারী-পুরুষের অবাধ মলোমশোতে বাধা দিয়েছে। ইসলাম পরিবারে প্রত্যেকে সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে। পতি-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে— লালনপালন, ইসলামী প্রতিপালন। সন্তানদের দায়িত্ব হচ্ছে পতিমাতার কথা শুনা ও আনুগত্য করা এবং ভালোবাসা ও সম্মানে ভিত্তিতে পতিমাতার অধিকারগুলো সংরক্ষণ করা। ইসলামে পরিবারিক এ মজবুতরি সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের শত্রুদের সাক্ষ্যবাণী।

আল্লাহই ভাল জানেন।